# জুব্‌রান খলীল জুব্‌রান

(১৩০০ - ১৩৪৯ হি. = ১৮৮৩ - ১৯৩১ খ্রি.)

**জন্ম ও বংশঃ**

আর-রাবিতাতুল কালামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত কবি, লেখক ও চিত্রকার জুব্‌রান খলীল জুব্‌রান[1] (جُبْرَان خَلِيْل جُبْرَان) ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ ই জানুয়ারি উত্তর লেবাননের 'পবিত্র উপত্যকার' (الوادي المقدّس) পার্শ্ববর্তী পার্বত্যময় বাশার্রী (بشرّي) গ্রামের একটি দরিদ্র খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[2] লেবানন সে সময় তুর্কী শাসনাধীন বৃহৎ সিরিয়ার (সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন) অংশ ছিল।

লেখকের পূর্বপুরুষরা দামাসকাসের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর এক প্রপিতামহ সেখান থেকে লেবাননের বালাবাক অতঃপর বাশআলায় হিজরত করেন। সেখান থেকে তাঁর পিতামহ ইউসুফ জুব্‌রান বাশার্রী গ্রামে চলে আসেন। এখানেই লেখকের জন্ম হয়।[3]

তাঁর মেষপালক পিতা খলীল সা'দ জুব্‌রান একজন মদ্যপায়ী ও দুশ্চরিত্রশীল ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর মাতা কামিলা রাহমা এক সম্ভ্রান্ত ধর্মীয় পরিবারের তনয়া ছিলেন। তিনি লেখকের পিতার দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন। পূর্ব স্বামী থেকে পিটার (বুতরুস)

নামী তার ছ'বছরের এক সন্তানও ছিল।[1] দ্বিতীয় স্বামী থেকে লেখক ছাড়াও তাঁর দুই কন্যা মারয়ানা ও সুলতানা জন্মগ্রহণ করে।

**২) বাল্যকাল ও শিক্ষাঃ**

ছবির মত সুন্দর, পাহাড় ঘেরা বাশার্রী গ্রামের নৈসর্গিক পরিবেশে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। জুব্‌রান পঞ্চম বছরে পদার্পণ করলে বাশার্রীর নিকটবর্তী এক বিদ্যালয়ে (مدرسة دير مار إليشاع) ভর্তি হন।[2] সেখানে তিনি বাইবেল সহ সিরিয় ও আরবীর প্রাথমিক পাঠ অর্জন করেন। এছাড়া মায়ের তত্ত্বাবধানে তিনি সংগীত ও চিত্রাঙ্কন ও শিখেছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি একবার পরে গিয়ে চোট পান যার ভুক্তভোগী তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন।

**৩) আমেরিকা গমনঃ**

সরকারের কর ফাঁকি দেয়ার অপরাধে জুব্‌রানের পিতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে নিক্ষেপ করে। ফলে তাঁর মাতা, জুব্‌রান সহ বাকী তিন সন্তানদের (পিটার, মারিয়ানা, সুলতানা) সঙ্গে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় আমেরিকায় স্বীয় ভাইয়ের (জুব্‌রানের মামা) নিকট গমনের মনস্থির করেন। সেই মোতাবেক ১৮৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন (Boston) শহরের চায়না টাউনে গিয়ে উপস্থিত হন।[3] নিউইয়র্কের পর বোস্টনেই সেসময় সর্বাধিক প্রবাসী সিরিয়াবাসী বসবাস করতেন।

কিশোর জুব্‌রান এখানে এক ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন এবং তাঁর অগ্রজ পিটার (بطرس) ব্যবসায় নেমে পড়েন।[4] এছাড়া তাঁর জননীও ফেরি করতে শুরু করেন। অধিকাংশ প্রবাসী সিরিয়াবাসীর জন্য ফেরি করাই তখন অর্থ উপার্জনের শ্রেষ্ঠ রাস্তা ছিল।

১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত জুব্‌রান এখানে ইংরেজি শিক্ষার্জন করেন। অধিকাংশ সময় তিনি উপন্যাস পাঠ ও চিত্রাঙ্কনে ব্যয় করতেন।

### (৭) লেবানন প্রত্যাবর্তনঃ

এরপর ১৮৯৮ সালে মাতৃভাষা আরবীতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য জুব্‌রান লেবাননে ফিরে আসেন। এখানে বৈরুতের মাদ্‌রাসাতুল হিকমাতে ভর্তি হয়ে আরবী, ফারসী ও বাইবেলের পাঠ গ্রহণ করেন।[1] আধুনিক ও প্রাচীন আরবী সাহিত্যকে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এছাড়া আরব বিশ্বের সমসাময়িক সাহিত্যিক ধারাগুলির সঙ্গেও পরিচিত হন।[2] এই মাদ্‌রাসায় তিনি তিন বছর বিদ্যার্জন করেন। এখানে তাঁর লেখনী ও চিত্রাঙ্কন প্রতিভারও বিকাশ সাধিত হয়। তিনি গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে জন্মস্থান বাশার্রীতে নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। সেখানেই এক চিত্র প্রদর্শনীতে এক ধনীর দুলালীর প্রেমে পড়েন। উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ শুরু হয়। লেখক তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মেয়েটির পিতা এতে অসম্মতি জানান। এরই মাঝে বোস্টন হতে তাঁর সহোদরা সুলতানার অসুস্থতার সংবাদ আসে।

### পুনরায় আমেরিকাঃ

ফলে ১৯০২ সালে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে বোস্টন গমন করেন। কিন্তু যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে প্রিয় বোন সুলতানার মৃত্যু (৪ই এপ্রিল, ১৯০২) হলে তিনি মানসিক ভাবে দারুণ আঘাত পান। এরপর কয়েক মাসের ব্যবধানে দাদা পিটার (১২ই মার্চ, ১৯০৩) এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মায়েরও (২৮শে জুন, ১৯০৩) আকস্মিক মৃত্যু হলে তিনি পুরোপুরি শোক সাগরে ডুবে যান। ফলে বোন মারিয়ানা ছাড়া তাঁর আপন বলতে আর কেউ ছিল না। সেই লেখকের পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

### (৮) প্যারিস যাত্রাঃ

১৯০৪ সালে এক চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি এক ধনী আমেরিকান রমণী মেরী হাসকলের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি একটি প্রাইভেট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। জুব্‌রানের অঙ্কন ও রচনা প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি নিজ খরচায় ১৯০৮ সালে তাঁকে প্যারিস প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি প্রখ্যাত ফরাসি চিত্রশিল্পী রোডিনের (Rodin, رودان) নিকট চিত্রকলা শিক্ষা করেন করেন।

(৩) নিউইয়র্কের পথেঃ

১৯১০ সালের আগস্টে তিনি প্যারিস থেকে বোস্টনে ফিরে আসেন। প্যারিসের দুই বছর তাঁর কাব্যিক ও অংকন প্রতিভা বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফিরে আসার কিছুকাল পরে তিনি মেরী হাসকলকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাঁর চাইতে দশ বছরের অগ্রজ মেরী বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন।[1]

অতঃপর ১৯১২ সালে তিনি বোস্টন থেকে নিউইয়র্ক গমন করেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানে একটি স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্রাংকন ও লিখনিতে তিনি পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। একের পর এক তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে।

(৭) আর-রাবিতাতুল কালামিয়্যাঃ

১৯২০ সালে নিউইয়র্কে আমেরিকা প্রবাসী আরব সাহিত্যিকদের নিয়ে আর-রাবিতাতুল কালামিয়্যা ( الرابطة القلمية , The Pen Association) গঠিত হলে জুব্‌রান তার সভাপতি নির্বাচিত হন।[2] মীখাঈল নুআইমা ও আবূ মাদ্বীদের মত প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিকরাও এর সাথে যুক্ত হন।

(৪) মৃত্যুঃ

১৯২৪ সালের গোঁড়ার দিক থেকেই জুবরানের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি শুরু হয়। অতঃপর ১৯৩১ সালের ১০ ই এপ্রিল তিনি এই দুনিয়াকে চিরবিদায় জানিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী ঐ বছরেরই ২১ শে আগস্ট তাঁর শবদেহ বৈরুতে নিয়ে আসা হয় এবং জন্মস্থান বাশার্রীর 'মার সারকীস' -এ সমাধিস্থ করা হয়।

**রচনাবলীঃ**

জুব্‌রান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে কবি, লেখক, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক ও সাংবাদিক ছিলেন। মাহ্‌যার সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর স্থান

ছিল সবার শীর্ষে। তিনি আরবী ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই একাধিক পুস্তক রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর কতক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলঃ

১। **المُوْسِيْقَى** (সংগীত, Music) – জুব্‌রানের প্রথম গ্রন্থ। এটি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ যাতে তিনি সংগীত ও তার প্রভাব, যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি সমূহে তার বিকাশ ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

২। **عَرَائِسُ المُرُوْجِ** (চারণভূমির বধূ, Brides of the Meadow) - লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ এবং প্রথম ছোট গল্পের সংকলন। এটি ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে তিনটি গল্প রয়েছ - يُوْحَنَّا المَجْنُوْنُ، مَرْتَا البَانِيَّةُ، رَمَادُ الأَجْيَالِ والنَّارُ الخَالِدَةُ। গল্পগুলিতে তদানীন্তন লেবাননের সামাজিক সমস্যাগুলিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গল্পগুলি প্রথমে আল-মাহাজির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখক সে সময় জননী এবং সহোদরার মৃত্যুতে মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর গল্প তিনটিকে একত্রিত করে আল-মাহাজির পত্রিকার সম্পাদক আমীন আল-গুরাইয়িবের ভূমিকা সহ প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটি তিনি মেরী হাসকলকে উৎসর্গ করেন।

"রামাদুল আজইয়াল ওয়ান নারুল খালিদা" (যুগের ভস্ম ও চিরস্থায়ী অগ্নি) তে তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১১৬ সালের দুই প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। লেবাননের বালাবাকে এক যাজকের সন্তান একটি মেয়েকে সর্বান্তকরণে ভালবাসত যা প্রায় উপাসনার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর কালো থাবা মেয়েটিকে প্রেমিক হতে বহু দূরে নিয়ে যায়। তবে সে মারা গেলেও তাদের ভালবাসা জীবিত ছিল, কারণ তা ছিল অমর। ছাঁই চাপা আগুনের মতই তাদের ভালবাসা সুপ্ত ছিল, কখনই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ফলে ১৮৯০ সালে তারা পুনর্জীবন লাভ করে মর্ত্যে ফিরে আসে তাদের অসমাপ্ত প্রেম পূর্ণ করতে। লেখকের মতে ভালবাসা মরতে পারে না, তা আত্মার মতই অমর। সাময়িকভাবে তা নিষ্প্রভ হলেও পুনরায় তা পূর্ণ দীপ্তিতে ফিরে আসে চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায়।

"মারতা আল-বানিয়া" (বান গ্রামের মারতা) গল্পে মারতা নাম্নী এক গ্রাম্য, অনাথ, উদ্ভিন্ন যৌবনা মেষপালক তরুণীর করুন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। চারণভূমিতে হঠাৎ একদিন ঘোড়ায় চড়ে এক ধনী যুবকের আগমন ঘটে এবং প্রেমের ফাঁদে ফেলে

মারতাকে সে শহরে নিয়ে যায়। অতঃপর নিজের জৈবিক ক্ষুধা চরিতার্থ করে তাকে গর্ভবতী করে পলায়ন করে। সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হলে তার প্রতিপালনের জন্য অসহায় মারতা পাপের পথ গ্রহণে বাধ্য হয়। সন্তানটি রাস্তায় ফেরি করার সময় লেখকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তার সঙ্গে তিনি মারতার গৃহে উপস্থিত হন। মারতা নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

গ্রন্থটির তৃতীয় ও সর্বশেষ গল্প 'ইউহানা আল-মাজনূন' (পাগল জন) - এ তিনি উত্তর লেবাননের এক মেষপালক যুবক 'জন' -এর বর্ণনা দিয়েছেন। সে যাজকদের নিষেধ সত্ত্বেও পবিত্র গ্রন্থ 'আল-আহদুল জাদীদ' পাঠ করে। সে প্রত্যক্ষ করে যে ইনজিলের শিক্ষামালার সঙ্গে জনসাধারণের বাস্তব জীবনের কোন মিলই নেই। জনজীবনে দয়া-মায়া ও ভাতৃত্ব একটি মিথ্যে আশা ও মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। একদিন তার পশুগুলো অন্যের ক্ষেতে ঢুকে পড়লে তাকে বন্দী করা হয়। তার পিতা তাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করার জন্য বিচারকের সামনে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয় যে তার ছেলে পাগল। ফলে তার অপরাধ ক্ষমা করে তাকে মার্জনা করা হয়। কিন্তু সমাজে সে পাগল রূপেই চিহ্নিত হয়ে যায়।

৩। **الأَرْوَاحُ المُتَمَرِّدَةُ** (বিদ্রোহী আত্মা, Rebellious Spirits) - লেখকের দ্বিতীয় ছোট গল্পের সংকলন। এতে চারটি গল্প রয়েছে। خليل الكافر،المجرم، صراخ القبور، وردة الهاني। গল্পগুলিতে ধর্ম ব্যবসায়ী এবং কায়েমি স্বর্থবাদী রাজনীতিকদের তীব্র সমালোচনা ধ্বনিত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়।

৪। **الأَجْنِحَةُ المُتَكَسِّرَةُ** (ভগ্ন ডানা, Broken Wings) - এটি একটি উপন্যাস। লেখক এতে তাঁর প্রথম প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন। আমেরিকা থেকে লেবাননে ফিরে আসলে সেখানে তিনি সালমা কারামার প্রেমে পড়েন। কিন্তু স্থানীয় বিশপ মেয়েটিকে বাধ্য করে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিবাহ করতে। এটি ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়।

৫। **دَمْعَةٌ وابْتِسَامَةٌ** (হাসি কান্না, A Tear and A Smile) - গ্রন্থটি ৫৬ টি প্রবন্ধের সংকলন। এগুলি বর্ণনাধর্মী কাব্যিক ছন্দে রচিত। এতে পুনর্জন্মবাদ ও ভাগ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৬। **المَوَاكِبُ** (The Processions) - এটি দুই শতাধিক পংক্তি বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ কবিতা। লেখক এতে দার্শনিক ভঙ্গিমায় কথোপকথনের মাধ্যমে মানব জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ, ধর্ম, ন্যায়-সততা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এটি ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৭। **العَوَاصِفُ** (The Storm) - গ্রন্থটিতে সাতটি ছোট গল্প এবং কিছু প্রবন্ধ রয়েছে। গল্পগুলি হল - العاصفة، الشيطان، الشاعر البعلبكي، البنفسجة الطموح، سفينة الضباب، السم في الدسم، ما وراء الرداء। এই রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - حفار القبور، العبودية، يا بني أمي، نحن وأنتم، أبناء الآلهة وأحفاد القرود، العاصفة ইত্যাদি। এটি ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়।

৮। **البَدَائِعُ والطَّرَائِفُ** - লেখকের কতকগুলি নির্বাচিত রচনার সংকলন। মাকতাবাতুল আরবের কর্ণধার এগুলিকে নির্বাচিত করে ১৯২৩ সালে প্রকাশ করেন।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি তিনি আরবী ভাষায় রচনা করেন। অতঃপর ১৯২০ সালের পর থেকে প্রধানত ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং আট বছরে আটটি গ্রন্থ রচনা করেন। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে প্রদত্ত হলঃ

৯। **المَجْنُوْنُ** (পাগল, The Madman) - লেখকের ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। এতে ৩৫ টি অধ্যায় রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - اللعين، الأم وابنتها، اطلبوا تجدوا، الكلب الحكيم، الناسكان ইত্যাদি। তিনি এগুলিতে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার, জুলুম-নিপীড়ন, অজ্ঞতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন। গ্রন্থটি ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়।

১০। **السابق** (অগ্রগামী, The Forerunner) - ইংরেজিতে রচিত লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে এটি ৩৫ টি প্রবন্ধ সম্বলিত একটি পুস্তিকা। ১৯২০ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

১১। **النَّبِيّ** (নবী, The Prophet) - জুবরানের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। এটি ১৯২৩ সালে প্রকাশের পর লক্ষাধিক কপি বিক্রিত হয়েছে এবং চল্লিশোর্ধ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত এটিতে ২৬ টি অধ্যায় রয়েছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানব সমাজের বিভিন্ন বিষয়, যেমন - ভালবাসা, বিবাহ, সন্তান, খাদ্য, বস্ত্র, কর্ম, গৃহ, অপরাধ,

শান্তি, স্বাধীনতা, শিক্ষা, বন্ধুত্ব, সৌন্দর্য, ধর্ম, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তকটিতে জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক আলোচনা করা হয়েছে।

১২। رَمْلٌ وَزَبَدٌ (বালু ও ফেনা, Sand and Foam) - ১৯২৬ সালে প্রকাশিত।

১৩। يَسُوْع ابْنُ الإِنْسَانِ (মানব পুত্র যীশু, Jesus the Son of Man) - যীশু খ্রিস্টের বাণী ও কর্ম নিয়ে রচিত। এছাড়া দর্শন ও যুক্তি বিদ্যা নিয়েও এতে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির শেষের দিকে তাঁর পুনর্জন্ম বাদে বিশ্বাসও প্রকাশিত হয়েছে। এটি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়।

১৪। اَلِهَةُ الأَرْضِ (জমিনের খোদা, The God of Earth) - ১৯৩১ সালে প্রকাশিত।

এছাড়া তাঁর মৃত্যুর পর আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় -

১৫। اَلتَّائِهُ (ভবঘুরে, The Wanderer) - মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে পঞ্চাশটি গল্প ও কাহিনী রয়েছে। এটি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

১৬। حَدِيْقَةُ النَّبِي (নবীর উদ্যান, The Garden of the Prophet) - লেখকের মৃত্যুর দুবছর পর তাঁর এক বান্ধবী বারবারা ইয়ং (Barbara Young) ১৯৩৩ সালে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।